৫৭

আজকের কাগজ

তারিখ 17 SEP-1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

শিক্ষা বাঙালির জন্যে নয়

প্রথমে এমন ছিলো না। এই এলাকায় একদিন বাঙালি শিক্ষিত ছিলো। একশ ভাগ বাঙালি শিক্ষিত ছিলো। সবাইকে টোলে পড়তে হতো। মুসলমানরা এলো। এদেশের লোক মুসলমান হলো। তারাও একশ ভাগ শিক্ষিত হলো। মাদ্রাসা চালু হলো। টোল মাদ্রাসা বৌদ্ধবিহার এদেশের মানুষকে একশ ভাগ শিক্ষিত রাখলো। তবে যতো বিদেশি আসতে থাকলো, ততো শোষণ চলতে থাকলো। ততো অভাব-অনটন চেপে বসতে থাকলো দেশটাকে। মানুষ টোল মাদ্রাসা থেকে ঝরতে থাকলো। মুঘল আসতে আসতে বাঙালির লেখাপড়া শিকায় উঠতে লাগলো। এলো ইংরেজ। দেশটাকে তারা শিক্ষা কমিশনের নামে চষে ফেললো। তখনো ১ লাখ পড়াশুনার জায়গা ছিলো। এক টাকা করে অনুদান ছিলো। সব গেলো। শুরু হলো রাজাকার তৈরি করার শিক্ষা। বিদেশি ও ইংরেজদের তল্পীবাহকরা কিছু শিক্ষা পেতে থাকলো। আর এই তল্পীবাহকরা আর যেই হোক বাঙালি নয়। হিন্দুরা কিছু শিক্ষাদীক্ষা পেলো, কারণ তারা মুসলমান নয় এবং ইংরেজের দালালি করবে বলে। অল্প কিছু মুসলমান শিক্ষা পেলো, তারা বাঙালি নয় বা হলেও ভোল পাল্টে ইংরেজের পা ধোয়ার কাজে লেগে গেলো। অর্থাৎ এদেশ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেলো। একভাগ বাঙালি যাদেরকে অশিক্ষিত রাখতে হবে। আর একভাগ তারা হচ্ছে সুলতানী, পাঠান, মুঘল, পশ্চিম ভারতীয়, সঙ্গে কিছু বিদেশিদের পাচাটা বাঙালি যারা কিছু শিক্ষা পেলো। হাফপ্যান্ট পরে, শোলার টুপি মাথায় দিয়ে হাতে ডাণ্ডা নিয়ে ইংরেজদের বোঝা বইলো এবং তাতে যারা ভালো করলো তারা রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর খেতাব পেলো। আস্তে আস্তে দেশটা অশিক্ষিতের দেশে পরিণত হলো। আর এই পঁচাশি শতাংশ লোককে নিরক্ষর রেখে দেশ শাসনে ইংরেজ আরাম পেলো। তারা চলে গেলে পাকিস্তানিরা আরাম পেলো। পাকিস্তানিরা গেলে প্রথম বঙ্গবন্ধু সংবিধানে লিখলেন একই পদ্ধতিতে গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন। সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান করবেন। "সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" আরো সংবিধানে লিখলেন, "আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" বঙ্গবন্ধু চলে গেলেন আর এদেশের বাঙালি অশিক্ষিত রয়ে গেলো। এলো জিয়া, এলো এরশাদ কিন্তু তারা তো বাঙালির নয়, তাই বাঙালির শিক্ষা যেখানকার সেখানে রয়ে গেলো। পঁচাশি শতাংশ বাঙালিকে শিক্ষা দিয়ে তারা কি নিজেদের বিপদ ডেকে আনবে। রাজাকার, আলবদর, আলশামস, জামাত, মুসলিম লীগ, '৭১ ও '৭৫-এর খুনিরা, স্বাধীনতা বিরোধীরা, বাংলাদেশীরা বাঙালিকে শিক্ষা দেবে না। খালেদা জিয়াও বাঙালিদের শিক্ষা দেবেন না। তাই বাঙালিকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে বাঙালির বঙ্গবন্ধুর সংবিধানের জন্যে।